أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ঠ)

www.motaher21.net

ٱلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ

আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবে না।

The prohibited month for the prohibited month,

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯৪

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

হারাম মাসের বিনিময় হারাম মাসই হতে পারে এবং সমস্ত মর্যাদা সমপর্যায়ের বিনিময়ের অধিকারী হবে। কাজেই যে ব্যক্তি তোমার ওপর হস্তক্ষেপ করবে তুমিও তার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হস্তক্ষেপ করো। তবে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং একথা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাঁর নির্ধারিত সীমালংঘন করা থেকে বিরত থাকে।

১৯৪ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা করেন। সাথে ১৪০০ সাহাবী। হুদায়বিয়া নামক স্থানে মুশরিকরা মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়। এটা ছিল জুলকাদা মাস তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মাস। আপোসে ফায়সালা হল, আগামী বছর মুসলিমরা তিন দিনের জন্য উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। পরের বছর চুক্তি অনুযায়ী মুসলিমরা যখন জুলকাদা মাসে উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর ১/২৬৮)

এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যদি এবারও মক্কার কাফিররা এ হারাম মাসের সম্মান রক্ষা না করে গত বছরের ন্যায় তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়, তাহলে তোমরাও এর মর্যাদা খেয়াল না করে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে মোকাবেলা কর।

সকল নিষিদ্ধ (পবিত্র) জিনিসের জন্য এরূপ কিসাস বা বিনিময়। অর্থাৎ তারা যদি নিষিদ্ধ মাসের সম্মান রক্ষা করে, তাহলে তোমরাও তার সম্মান রক্ষা কর, আর যদি সম্মান নষ্ট করে তাহলে কাফিরদেরকে উপদেশমূলক উপরোক্ত শিক্ষা দাও। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১/৪৯৪)

তারপর সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি না হয় সে দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন, তারা যেমন সীমালঙ্ঘন করবে তোমরাও তদ্রƒপ পরিমাণ করবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা বলছেন,

(وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ)

“যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।” (সূরা নাহল ১৬:১২৬)

আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেন:

(وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)

“মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।” (সূরা শুআরা ৪২:৪০) অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা মু’ মিনদেরকে স্বীয় প্রভুর ব্যাপারে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়ে বলেন: তিনি মুত্তাকীদের (ভয়কারীদের) সাথে (সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে) সর্বদা রয়েছেন।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকে আরবদের মধ্যে যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এই তিনটি মাস হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। আর রজব মাসকে উমরাহর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা, লুন্ঠন ও রাহাজানি নিষিদ্ধ ছিল। কা' বা যিয়ারতকারীদেরকে নিশ্চিন্তভাবে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘরে যাওয়ার এবং সেখান থেকে আবার নিজেদের গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এজন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হতো। অর্থাৎ এ মাসগুলো হলো সম্মানিত। এখানে উল্লেখিত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, হারাম মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষায় যদি কাফেররা তৎপর হয় তাহলে মুসলমানদেরও তৎপর হতে হবে। আর যদি কাফেররা এই মাসগুলোর মর্যাদা পরোয়া না করে কোন হারাম মাসে মুসলমনাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে মুসলমানরাও হারাম মাসে ন্যায়সঙ্গতভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটতরাজের ক্ষেত্রে 'নাসী' প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে এই অনুমতির প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। এই প্রথা অনুযায়ী তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে অথবা লুটতরাজ করার জন্য কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে কোন একটি হারাম মাসে তার ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতো তারপর অন্য একটি হালাল মাসকে তারা জায়গায় হারাম গণ্য করে পূর্বের হারাম মাসের মর্যাদাহানির বদলা দিতো। তাই মুসলমানদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দিল যে, কাফেররা যদি 'নাসী' র বাহানা বানিয়ে কোন হারাম মাসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসে তখন তারা কি করবে? এই প্রশ্নের জবাব এই আয়াতে দেয়া হয়েছে।

আত্মরক্ষা ছাড়া নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা যাবে না

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) , যাহহাক (রহঃ) , সুদ্দী (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , মিকসাম (রহঃ) , রাবী ' ইবনু আনাস (রহঃ) এবং 'আত্বা (রহঃ) বলেনঃ ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণসহ (রাঃ) 'উমরাহ্ করার জন্য কা 'বা ঘরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁদেরকে 'হুদায়বিয়া' প্রান্তরে বাধা দিতে এগিয়ে আসে। অবশেষে এই শর্তের ওপর তাদের সাথে সন্ধি হয় যে, তাঁরা পরের বছর মহান আল্লাহ্র ঘরে প্রবেশ করে 'উমরাহ্ করবেন। পরের বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে মহান আল্লাহ্র (কা 'বা) ঘরে প্রবেশ করেন। আর এ সময় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা মুশরিকরা যে খারাপ আচরণ করেছিলো তার বদলা নেয়ার অনুমতি দিয়ে ﴿اَلشَّهْرُالْحَرَامُبِالشَّهْرِالْحَرَامِوَالْحُرُمٰتُقِصَاصٌ﴾ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাফসীর তাবারী ৩/৫৭৫-৫৭৭ ও ৫৭৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, নিষিদ্ধ মাসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করতেন না। তবে যদি তাঁর ওপর কেউ আক্রমণ করতো তাহলে সেটা অন্য কথা। এমনকি যুদ্ধ করতে করতে নিষিদ্ধ মাস এসে পড়লে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিতেন। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৩/৩৩৪, ৩৩৫, আল মাজমা 'উয যাওয়ায়িদ-৬/৬৬) হুদায়বিয়ার প্রান্তরেও যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, 'উসমান (রাঃ) -কে মুশরিকরা শহীদ করেছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাণী নিয়ে মাক্কায় গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চৌদ্দশ সাহাবী (রাঃ) নিয়ে একটি গাছের নীচে মুশরিকদের সাথে জিহাদ করার বায়' আত

গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি যখন জানতে পারেন যে, এটা ভুল সংবাদ তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা স্থগিত রাখেন এবং সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর পরে যা ঘটবার তা ঘটেছিলো।

অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ হতে যখন তিনি অবকাশ লাভ করেন তখন মুশরিকরা তায়িফে গিয়ে দূর্গের মধ্যে আবধ্য হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অবরোধ করেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) শাহাদাতের পর এ অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কার দিকে ফিরে যান। 'জিরানাহ' নামক স্থান হতে তিনি 'উমরাহ্ ইহরাম বাঁধেন। এখানে যুদ্ধ লব্ধ দ্রব্য বন্টন করেন। তাঁর এ 'উমরাহ্ যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয়। এটা ছিলো হিজরী অষ্টম সনের ঘটনা। (ফাতহুল বারী ৩/৭০১, সহীহ মুসলিম-২/৯১৬,সুনান বায়হাক্বী-৯/৮৪)

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, 'যারা তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে তোমরাও তাদের প্রতি ঐ পরিমাণই অত্যাচার করো।' অর্থাৎ মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি খেয়াল রেখো। এখানেও অত্যাচারের বিনিময় অত্যাচার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন অন্যান্য জায়গায় শাস্তির বিনিময়কেও 'শাস্তি শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং অন্যায়ের বিনিময়কেও অন্যায় দ্বারাই বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ﴾

'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তাহলে ঠিক ততোখানি করবে যতোখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে।' (১৬নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ১২৬)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি মাক্কাহ মু 'আয্যামায় অবতীর্ণ হয়, যেখানে মুসলমানদের কোন মর্যাদা বা সম্মান ছিলো না। সেখানে তাঁদের প্রতি জিহাদেরও নির্দেশ ছিলো না। অতঃপর এই আয়াতটি মাদীনা মুনাওয়ারায় অবতারিত জিহাদ সম্পর্কীয় নির্দেশের দ্বারা রহিত হয়। কিন্তু ইবনু জারীর (রহঃ) এটা অগ্রাহ্য করেছেন এবং বলেছেন যে, এই আয়াতটি মাদানী, যা 'উমরাহ্ পুরা করার পর অবতীর্ণ হয়েছিলো। মুজাহিদ (রহঃ) -এরও এটাই অভিমত।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মহান আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করো ও তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো যে, এরূপ লোকের ওপরই ইহকাল ও পরকালে মহান আল্লাহ্র সহায়তা ও সাহায্য রয়েছে।'

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হারাম মাসসহ সকল পবিত্র বস্তুর সম্মান রক্ষা করা মুসলিমদের কর্তব্য।

২. শত্র “রা হামলা করলে মোকাবেলা করার জন্য হারামে যুদ্ধ করা জায়েয।

৩. যেখানে শত্র “দের সাথে সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ সেখানে মুসলিমদের সাথে সীমালঙ্ঘন করা আরো বেশি গুরুতর অপরাধ।

৪. আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা দ্বারা সর্বদা সৎ বান্দাদের সাথে থাকেন।